গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-২ শাখা
www.moa.gov.bd

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.২২.০২৬.১৬.২৯০

তারিখ ০৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ বঃ / ২১ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ

সভার নোটিশ

আগামী ০৬ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ রোজ মঙ্গলবার বেলা ১১.০০ ঘটিকায় The Pesticides Ordinance,1971 এর বাংলায় রূপান্তর করে বালাইনাশক আইন ২০১৬ এর প্রস্তুতকৃত খসড়া (কপি সংযুক্ত) চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে(কক্ষ নং-৫১২, ভবন নং-৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা) এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ সভাপতিত্ব করবেন।

০২। উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট সকল সদস্য/প্রতিনিধিকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১৭/১১/১৬

(মোহাঃ মনিরুল ইসলাম)
সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৪০৯৬৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(আইনের খসড়ার উপর মতামতসহ একজন উপর্যুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)
২। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(আইনের খসড়ার উপর মতামতসহ একজন উপর্যুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)
৩। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(আইনের খসড়ার উপর মতামতসহ একজন উপর্যুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)
৫। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(আইনের খসড়ার উপর মতামতসহ একজন উপর্যুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)
৬। চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
(আইনের খসড়ার উপর মতামতসহ একজন উপর্যুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)
৭। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, দিলকুশা, ঢাকা।
(আইনের খসড়ার উপর মতামতসহ একজন উপর্যুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)
৮। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
৯। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।
১১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।
১২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
(আইনের খসড়ার উপর মতামতসহ একজন উপর্যুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)
১৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
১৪। নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ি, ঢাকা।
(আইনের খসড়ার উপর মতামতসহ একজন উপর্যুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)
১৫। পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।
১৬। পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৭। জনাব মোঃ ফজলুল করিম সানি, উপপরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৮। জনাব মোঃ আরমান হায়দার, অতিরিক্ত উপপরিচালক, বালাইনাশক মান নিয়ন্ত্রণ, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে ঃ

১। যুগ্মসচিব, নিরাপত্তা -২ অধিশাখা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। উপ-সচিব, প্রশাসন-২ (সেবা) অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়।
(আপ্যায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়।
৫। যুগ্মসচিব (উপকরণ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়।
৬। প্রোগ্রামার, কৃষি মন্ত্রণালয়। **(সভার নোটিশটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)**

বালাইনাশক আইন, ২০১৬

২০----সনের ---- নং আইন

যেহেতু অধ্যাদেশের স্থলে নতুন আইন প্রণয়ন করার বিষয়ে মন্ত্রিসভা বৈঠকে সিদ্ধান্ত হইয়াছে এবং
যেহেতু অধ্যাদেশের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া অধ্যাদেশ সকল স্টেকহোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহন করিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নতুন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকারের সিদ্ধান্ত রহিয়াছে এবং যেহেতু সরকারের উপরি বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে The Pesticide Ordinance 1971, (The Pesticides Amendment, Ordinance ,2007 এবং The Pesticides Amendment Act, 2009) অধ্যাদেশটির বিষয়বস্তু বিবেচনাপূর্বক উহা পরিমার্জনপূর্বক নতুনভাবে আইন প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়,
সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল, যথা ঃ

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম , ব্যাপ্তি ও প্রবর্তন
(১) এই আইন বালাইনাশক আইন , ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে ।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে বিস্তৃত হইবে।
(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।
২.এই আইন অন্যান্য আইনের অতিরিক্ত গণ্য।-
এই আইনের বিধানাবলী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের ও বিষ আইন , ১৯১৯ এর কোন বিধানকে ক্ষুন্ন করিবে না বরং উহার অতিরিক্ত হিসাবে কার্যকর হইবে ।
৩. সংজ্ঞা
এই আইনের বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে যথাঃ-
(ক) বালাইনাশকের ক্ষেত্রে "ভেজাল" বলিতে বুঝায়, যেকোন বালাইনাশকের লেবেল অথবা অন্যান্য সামগ্রীতে উল্লেখিত মাত্রার, বিশুদ্ধতার অথবা বালাইনাশকের পরিপূর্ণ বা আংশিক নির্যাসিত কোন গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের বাজারজাতকরণের জন্য ঘোষিত আদর্শমানের বা গুণাগুণের চেয়ে নিম্নমান।

(খ) 'বিজ্ঞাপন''বলিতে বোঝায় পরিচিত করার উদ্দেশ্যে প্রকাশনা অথবা কোনো প্রচার সামগ্রী, পরিপত্র বা কোন বিজ্ঞপ্তির বিতরণ;

(গ) 'ব্রান্ড" অর্থ একজন আমদানিকারক,প্রস্তুতকারক,ফর্মুলেশনকারক বা বিক্রেতা কর্তৃক আমদানিকৃত, প্রস্তুতকৃত বা বিক্রিত পণ্যে ব্যবহৃত বাণিজ্যিক নাম;

(ঘ) "কমিটি"র অর্থ হইলএই আইনের অধীন গঠিত বালাইনাশক কারিগরী উপদেষ্টা কমিটি;

(ঙ) "ফরম্যুলেশন" অর্থ হইল ব্যবহারের উপযোগী করার জন্য অন্যান্য পদার্থের সাথে বালাইনাশকের কার্যকর উপাদান মিশ্রিত করার প্রক্রিয়া;

(চ) "ছত্রাক" অর্থ হইল সকল রাষ্ট, স্মাট, মিলডিউ, মোল্ড, ইষ্ট ও অনুরূপ জাতীয় উদ্ভিদ এবং ব্যাকটেরিয়া যা এইক্ষেত্রে উদ্ভিদ জীবনকে আক্রান্ত করে;

(ছ) "সরকারী এনালিস্ট " অর্থ এই আইনের অধীন নিযুক্ত সরকারি এনালিস্ট;

(জ)"গ্যারান্টি" অর্থ হইল একজন আমদানিকারক, প্রস্তুতকারক, ফর্মুলেশনকারক, বিক্রেতা বা ব্যক্তির বিক্রয়ের জন্য গুদামজাতকৃত বালাইনাশক এর নিবন্ধনের আবেদন করার সময় প্রদত্ত প্রয়োজনীয় গুণাবলীর বিবৃতি, যা বালাইনাশক এর একটি ব্রান্ড এর মাত্রা, কার্যকারিতা এবং অন্যান্য দিক নির্দেশ করে;

(ঝ) "পরিদর্শক" অর্থ এই আইনের অধীন নিযুক্ত পরিদর্শক;

(ঞ) "উপাদান" অর্থ একটি বালাইনাশক তৈরীর ব্যবহৃত কোনো পদার্থ;

(ট) "কীট-পতঙ্গ" অর্থ হইল সাধারণত পোকামাকড় হিসাবে পরিচিত ছোট অমেরুদন্ডী প্রাণী এবং প্রাণী জীবনের অন্তর্ভুক্ত নির্ধারিত শ্রেণী;

(ঠ)"লেবেল"অর্থ হইল বালাইনাশক বা তার ধারকে সংযুক্ত মুদ্রিত লেখা বা লেখচিত্র যাহা উহার মোড়কের বাইরে লাগানো থাকে;

(ড) "প্যাকেজ" বলিতে ব্যবহৃত যেকোন কন্টেইনারকে বুঝাইবে;

(ডড) " ব্যক্তি" বলিতে বালাইনাশক আমদানীকারক , উৎপাদনকারী , ফরমুলেশনকারী, রিপ্যাকার , গুদামজাতকারী , পাইকারী এবং খুচরা বিক্রেতাকে বুঝাইবে কিন্তু কৃষক অথবা ভোক্তাকে বুঝাইবে না । "

(ঢ) "বালাইনাশক" বলিতে এমন কোন দ্রব্য বা মিশ্রণ বা তার উপাদানকে বুঝায় যাহা কোনো পোকা, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, নেমাটোড, ভাইরাস, আগাছা, ইঁদুরজাতীয় প্রাণী বা অন্যান্য উদ্ভিদ বা কীটপতঙ্গের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিরোধ, ধ্বংস, প্রশমন, বিতাড়ন বা নিয়ন্ত্রণ এর জন্য ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ড্রাগস আইন, ১৯৪০ অনুযায়ী যে পদার্থ একটি 'ড্রাগ' দ্রব্য তাহা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ণ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(ত) "নিবন্ধিত" অর্থ এই আইনের অধীন নিবন্ধনকৃত;

(থ)"নিবন্ধন নম্বর" অর্থ কোন নিবন্ধনকৃত বালাইনাশকের অনুকূলে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট একটি সংখ্যা ।

(দ) " বিধি " অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি ।

(ধ) " আগাছা " অর্থ অনাকাঙ্খিত স্থানে জন্মানো উদ্ভিদ ।

৪. বালাইনাশকের নিবন্ধন

এই আইনের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে এর অধীন প্রণীত বিধান মোতাবেক নিবন্ধন ব্যতীত কোন ব্যক্তি বালাইনাশক এর কোন ব্রান্ডের আমদানি, উৎপাদন, ফরম্যুলেশন, রিপ্যাক, বিক্রি বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব বা মজুদ করিতে ও যেকোন প্রকার বিজ্ঞাপন দিতে পারিবেন না।

৫. বালাইনাশক নিবন্ধনের জন্য আবেদন -

(১) কোন ব্যক্তি আমদানি, উৎপাদন, ফর্মূলেশন, রিপ্যাক, বিক্রি বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব বা গুদামজাত করিতে ইচ্ছুক হইলে, আবেদন পত্রে উল্লেখিত ব্রান্ড নামে নিবন্ধন এর জন্য সরকারের নিকট তিনি আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কৃত আবেদনের সহিত আনুষঙ্গিক ফি এবং নির্ধারিত বিবৃতি ও তথ্য যে ভাবে নির্দেশিত হইবে সেভাবে সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদনে যেক্ষেত্রে ব্যক্তি বাংলাদেশে বসবাস করেন না, সেক্ষেত্রে ব্যক্তি ছাড়াও বাংলাদেশে তাহার এজেন্ট বা প্রতিনিধি দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর সরকার আবেদনে নির্দেশিত নামে একটি বালাইনাশকএর ব্রান্ড নিবন্ধন করিতে পারেন, যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে-

(ক) ব্রান্ড এমন হইবে না যাহা বালাইনাশক বা তাহার উপাদান বা তাহার প্রস্তুত প্রণালী সংক্রান্ত গ্যারান্টি প্রদানের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে ভুল পথে চালিত করে বা ধোঁকা দেয়;

অথবা-

(খ) কোন বালাইনাশক বা তাহার উপাদান সংক্রান্ত গ্যারান্টি অন্য নিবন্ধিত ব্রান্ড এর অনুরূপ হইবে না বা এতটা মিল থাকিবে না যাহাতে প্রতারিত হইতে হয়; অথবা

(গ) যে উদ্দেশ্যে বিক্রয় করা হয় বা কার্যকর বলিয়া উপস্থাপিত হয়,ইহা সেইক্ষেত্রে কার্যকর হইবে; অথবা

(ঘ) ইহা সাধারণত আগাছা ব্যাতিত মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী বা গাছপালার জন্য ক্ষতিকর হইবে না এমনকি যখন নির্দেশনা মোতাবেকও ব্যবহার করা হইবে।

(৫) কোনো ব্যক্তির আবেদনে একটি বালাইনাশক ব্রান্ড নিবন্ধিত হইলে নির্ধারিত ফর্মে বিধৃত নিয়মে সরকার তাহাকে নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবেন।

৬. যে সময়কাল এর জন্য নিবন্ধন কার্যকর থাকিবে

বালাইনাশক এর একটি ব্রান্ড নিবন্ধন কার্যকর থাকিবে উহার নিবন্ধন তারিখ হইতে নিবন্ধন বছর পরবর্তী তৃতীয় বৎসরের ৩০ জুন পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

৭. নিবন্ধন বাতিল

বালাইনাশকএর একটি ব্রান্ড নিবন্ধীকরণের পরে যে কোনো সময় সরকার যদি এই মতে উপনীত হয় যে, এই আইনের কোন বিধান বা নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া নিবন্ধন করা হইয়াছে বা বালাইনাশকটি বালাই এর বিরুদ্ধে অকার্যকর অথবা আগাছা ব্যতিত গাছ-পালার অথবা মানুষ বা প্রানীর জন্য ঝুঁকিপূর্ণতবে সরকার সেই ব্যক্তিকে শুনানীর সুযোগ দিয়া নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবেন।

৮. নিবন্ধন নবায়ন

(১) রেজিস্ট্রেশনের পর গ্যারান্টি বা উপাদানের মধ্যে কোন পরিবর্তন না হইলে সরকার একটি বালাইনাশক এর রেজিস্টার্ড ব্রান্ড আমদানিকারক, ফর্মূলেশনকারক, রিপ্যাকার , বিক্রেতা বা মজুদকারী এর আবেদনের প্রেক্ষিতে নিবন্ধনের মেয়াদ উত্তীর্নের পর ৩ বৎসরের জন্যব্রান্ড নবায়ন করিতে পারিবেন।

(২) ব্রান্ড নিবন্ধন যে সময়ের জন্য কার্যকর হয় সেই মেয়াদ শেষের আগে নির্ধারিত ফরমে ও আনুষঙ্গিক ফি দ্বারা উপ-ধারা (১) অধীন আবেদন করিতে হইবে।

(৩) রেজিস্ট্রেশন নবায়নের জন্য রেজিস্ট্রেশন মেয়াদ উত্তীর্ন হওয়ার কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে আবেদন করিতে হইবে ।

(৪) আবেদন গ্রহনের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নবায়নকৃত নিবন্ধন সনদ ইস্যু করতে হবে ।

৮অ. লাইসেন্স এর শর্ত :

(১ক) বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন সত্ত্বাধিকারী লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ হইতে লাইসেন্স প্রাপ্তির পর সেই নির্দিষ্ট ব্রান্ডের বালাইনাশক আমদানী, উৎপাদন, ফরমুলেশন ও রিপ্যাক করিতে এবং বিজ্ঞাপন প্রদান করিতে পারিবেন।

(১খ) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ হইতে লাইসেন্স প্রাপ্তির পর যেকোন ব্যক্তি নিবন্ধনকৃত বালাইনাশক বিক্রয়ের জন্য মজুদ,খুচরা বিক্রয়, বানিজ্যিক ভিত্তিতে পেষ্ট কন্ট্রোল অপারেশন পরিচালনা অথবা বিজ্ঞাপন প্রদান করিতে পারিবেন।

(২ক) বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন সত্ত্বাধিকারী সেই নির্দিষ্ট ব্রান্ডের বালাইনাশক আমদানী, উৎপাদন, ফরমুলেশন, রিপ্যাক করিতে এবং বিজ্ঞাপন প্রদান করিতে আগ্রহী হইলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বরাবর লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(২খ) কোন ব্যক্তি যে কোন রেজিষ্ট্রার্ড ব্রান্ডের কালাইনাশকের বিক্রয়, খুচরা বিক্রয়, বানিজ্যিক ভিত্তিতে পেষ্ট কন্ট্রোল অপারেশন পরিচালনা বা বিজ্ঞাপন প্রদান করিতে আগ্রহী হইলে তাহাকে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বরাবর লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক কৃত আবেদনে যেইভাবে বিবৃত হইবে সেইভাবে নির্ধারিত ফরম , আনুষঙ্গিক ফি এবং বিবৃতি ও তথ্য সম্বলিত হইবে।

(৪) এই ধারার অধীনে মঞ্জুরকৃত লাইসেন্স নির্দেশিত ফরম এবং শর্ত সাপেক্ষে প্রদত্ব হইবে।

(৫) এই ধারার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ থেকে দুই বছরের জন্য বৈধ হইবে এবং তা নির্ধারিত ফি প্রদানকরত একই সময়ের জন্য নবায়ন করা যাইতে পারে যদি না উপ-ধারা (৬) এর অধীন স্থগিত বা বাতিল হয়।

(৬) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে; তবে লাইসেন্সধারীকে কারণ দর্শান এবং ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ প্রদান ছাড়া কোন লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করা যাইবে না।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন লাইসেন্সধারী আদেশ দানের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক সরকারের নিকট আপীল পেশ করিতে পারিবেন এবং এ ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) এই ধারায় উল্লেখিত "লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ" বলিতে ইতোপূর্বে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে।

৯. আমদানি নিষিদ্ধ হইবে–

এই আইনের বিধান লংঘন করিয়া কোনো বালাইনাশক এর ভেজাল বা ভুল বা বিভ্রান্তিকর ভাবে প্রদত্ত ট্যাগ, লেবেল বা নাম ব্যবহার করিয়া বা অন্য কোন উপায়ে বিক্রয় করা হইলে সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার বাংলাদেশে ঐ বালাইনাশক এর পরবর্তী আমদানি নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন।

১০. মোড়কে লেবেল লাগানো

কোন ব্যক্তি বালাইনাশক বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য উন্মুক্তকরন, বিজ্ঞাপন বা বিক্রয়ের জন্য মজুদ করিতে পারিবেন না যদি না বালাইনাশক ধারণকারী প্রতিটি প্যাকেজকে ট্যাগ বা লেবেলে নির্দেশিত পদ্ধতিতে ছাপা অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করিয় সংযুক্ত করা হয়।

১০অ.বালাইনাশক ইত্যাদির সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করার ক্ষমতা

(১) সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন –

(ক) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত কোনো বালাইনাশক এর সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য;

(খ) বালাইনাশক বিতরণ বা বিক্রয়ের জন্য একজন পাইকার বা খুচরা বিক্রেতাকে প্রদত্ত কমিশন এর সর্বোচ্চ হার।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে সরকার এর একটি অনুমতিপত্র প্রয়োজন হইতে পারে।

১১. সংরক্ষণ এবং বালাইনাশক এর ব্যবহার

এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি বালাইনাশক এর সংরক্ষণ বা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

১২. লাইসেন্সধারীর মৃত্যুজনিত কারনে প্রতিনিধির কাছে লাইসেন্স হস্তান্তর-

লাইসেন্সধারী ব্যক্তি মারা গেলে ব্যবসা পরিচালনার জন্য তার উত্তরাধিকারীর কাছে লাইসেন্স হস্তান্তর করা যাইবে।

১৩. বালাইনাশক কারিগরী উপদেষ্টা কমিটি

(১) যথাশীঘ্র সম্ভব এই আইন কার্যকরী হওয়ার পর সরকার একটি কমিটি গঠন করিবে , যাহা বালাইনাশক কারিগরী উপদেষ্টা কমিটি নামে অভিহিত হইবে । কমিটি এই অধ্যাদেশ নির্বাহে উদ্ভূত কারিগরী বিষয়ে এবং আইনের দ্বারা ও অধীনে অন্য যেকোন কাজ অর্পিত হয় সে বিষয়ে সরকারকে[২] পরামর্শ প্রদান করিবে ।

২) সরকার কমিটি গঠনের নিমিত্তে সরকারী কর্মকর্তা এবং বালাইনাশক ব্যবসায়ে নিয়োজিত শিল্প ও বানিজ্যে প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গের মধ্য হইতে একজন চেয়ারম্যান ও অন্যান্য ভাইস-চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের নিয়োগ করিতে পারিবেন।

৩) কমিটির চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যেদের নাম সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে ।

৪) সরকারের একজন কর্মকর্তা যিনি উক্ত সময়ের জন্য কমিটির সদস্য , কমিটির এইরূপ একজন সদস্যকে সরকার কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে নিয়োগ করিবেন ।

৫) কমিটির বেসরকারী সদস্যেদের পদের মেয়াদ হইবে ৩ (তিন) বৎসর এবং পুনরায় নিয়োগের জন্য যোগ্য হইবেন ।

৬) কমিটির একজন সদস্য যেকোন সময়ে চেয়ারম্যান বরাবর নিজ হাতে লিখিত আবেদন দাখিলের মাধ্যমে তার পদ হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন ; কিন্তু এইরূপ পদ ততক্ষন পর্যন্ত শূন্য বিবেচনা করা হইবে না যতক্ষন পর্যন্ত না পদত্যাগ পত্র সরকারের পূর্বানুমোদনসহ চেয়ারম্যান কর্তৃক গৃহীত হয় ।

৭) একজন সদস্যের পদত্যাগ বা মৃত্যুর কারনে পদ শূন্য হইলে , শূন্যপদ পুরনে নিয়োগকৃত ব্যক্তি পূর্বের ব্যক্তির মেয়াদের বাকী সময়ের জন্য নিয়োজিত হইবেন ।

৮) কোন সদস্যের পদ খালি থাকা সত্ত্বেও কমিটি কাজ করিতে পারিবে ।

৯) সরকারের পূর্বানুমোদনে কমিটির কার্যপদ্ধতি নির্ধারনের ক্ষমতা থাকিবে ।

১০) কমিটি তার কর্মকালীন সময়ে প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে উপকমিটিসমুহ গঠন করিতে পারিবেন যাহার মেয়াদ কোনক্রমেই তিন বছরের অধিক হইবে না।

---

১৪. বালাইনাশক ল্যাবরেটরী

১) যথাশীঘ্র সম্ভব এই আইন কার্যকরী হওয়ার পরপরই আইনের দ্বারা বা অধীন দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি দিয়া সরকার একটি বালাইনাশক ল্যাবরেটরী স্থাপন করিবে ।

২) বালাইনাশক ল্যাবরেটরীর কাজ এবং বিশ্লেষণ অথবা পরীক্ষার জন্য নমুনা জমাদান পদ্ধতির জন্য নির্দেশিত কর্মপন্থা অনুসরণ করিতে হইবে ।

৩) বিশ্লেষণ অথবা পরীক্ষার জন্য বালাইনাশক ল্যাবরেটরীতে জমাদানকৃত নমুনার নিরাপত্তা বিধান এবং বালাইনাশক ব্রান্ডের ফরমুলার যথাযথ গোপনীয়তা রক্ষা নির্দেশিত কর্মপন্থায় সম্পাদন করিতে হইবে ।

১৫) সরকারী এনালিস্ট

সরকার অফিসিয়াল গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে বালাইনাশকের জন্য যতসংখ্যক প্রয়োজন মনে করিবেন তত সংখ্যক সরকারী এনালিস্ট নিয়োগ করিবেন ; যখন সরকার একের অধিক সরকারী এনালিস্ট নিয়োগ করিবেন তখন যাহাতে প্রত্যেকে সরকারী এনালিস্টের কাজ করিতে পারেন সেজন্য প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাহাদের কাজের অধিক্ষেত্র নির্ধারিত করিয়া দিবেন

১৬. পরিদর্শক

সরকার অফিসিয়াল গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে উদ্ভিদ সংরক্ষণ এর দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে স্থানীয় সীমার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শক নিয়োগ করিবেন ।

১৭. পরিদর্শকের ক্ষমতা

একজন পরিদর্শক স্থানীয় সীমা যাহার জন্য তিনি নিযুক্ত হইয়াছেন সেই সীমার মধ্যে যেখানে মালিক কর্তৃক বা তার পক্ষে বালাইনাশক রাখা বা গুদামজাত করা হইয়াছে (পাত্রে কিংবা স্তুপাকারে) এবং রেলওয়ে , জাহাজ কোম্পানী অথবা অন্য বাহকের অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অস্থায়ী ভাবে সংরক্ষনের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির সীমার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করতে পারিবেন । নমুনা হিসাবে যুক্তিসংগত পরিমান বালাইনাশক সংগ্রহের জন্য কোন ফি দিতে হইবে না ।

১৮. পরিদর্শকের কার্যপদ্ধতি

১) যখন একজন পরিদর্শক ধারা ১৭ এর অধীন পরীক্ষা অথবা বিশ্লেষণের জন্য বালাইনাশকের নমুনা সংগ্রহ করেন, তখন তিনি যাহার দখল / অবস্থান হইতে নমুনা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাকে নির্ধারিত ফরমে লিখিতভাবে সংগ্রহের উদ্দেশ্য জানাইবেন এবং এইরুপ ব্যক্তির উপস্থিতিতে (যদি না তিনি নিজেকে ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করেন) নমুনাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া চিহ্নিতকরণপূর্বক সীলমোহর প্রদান করিবেন এবং এইরুপ যতটুকু স্থানে চিহ্নিতকরণ পূর্বক সীলমোহর প্রদান হইয়াছে তাহার সম্পূর্নটিতে বা অংশবিশেষে উক্ত ব্যক্তিকে তাহার নিজস্ব সীল প্রদান ও চিহ্নিত করার অনুমতি দিবেন।

যখন প্যাকেটে বা বোতলে বালাইনাশক অল্প পরিমানে থাকে এবং এটি এমন হয় যে উন্মুক্তকরণের কারনে বালাইনাশকটির গুনাগুনের ক্রমাগত অবনতি ঘটে অথবা অন্যভাবে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে সেইক্ষেত্রে পূর্বে বর্নিত নমুনাকে বিভক্ত না করিয়া তিনটি প্যাকেট বা বোতল নিয়া প্রয়োজন মোতাবেক চিহ্নিত করিয়া সীলগালা করিয়া নিজস্ব সীল প্রদান করিবেন ।

২) পরিদর্শক বিভক্ত নমুনার এক অংশ অথবা একটি প্যাকেট বা বোতল যাহাই হোক না কেন যাহার কাছ থেকে সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহার কাছে রাখিবেন এবং বাকি অংশ রাখিয়া দিবেন এবং নিম্নরূপ ভাবে বন্টন করিবেন ।

i) তিনি সংগৃহীত নমুনার বা ধারকের এক অংশ পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের জন্য সরকারী এনালিস্টের কাছে প্রেরণ করিবেন ।

ii) তিনি সংগৃহীত নমুনার বা ধারকের দ্বিতীয় অংশ সরকারের কাছে জমা রাখিবেন ।

১৯. সরকারী এনালিস্টের প্রতিবেদন

(১) সরকারী এনালিস্ট যাহার নিকট পরিদর্শক কর্তৃক বালাইনাশকের নমুনা পাঠানো হইয়াছে [ধারা ১৮ এর উপধারা (২) মোতাবেক] তাহাকে ফলাফল সম্বলিত তিন কপি স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন পরিদর্শকের নিকট পাঠাইতে হইবে ।

২) পরিদর্শক প্রাপ্ত প্রতিবেদনের একটি কপি যাহার নিকট হইতে নমুনা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহাকে এবং একটি কপি সরকারের কাছে পাঠাইবেন ।

৩) সরকারী এনালিস্ট কর্তৃক পরিচালিত বিশ্লেষণের বিনির্দেশকৃত স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন এ অধ্যায়ের অধীন চূড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে যদি না উপধারা (২) মোতাবেক উক্ত ব্যক্তির নিকট পাঠানো প্রতিবেদনে সরকারী এনালিস্টের নির্ভুলতা নিয়ে প্রতিবেদন পাঠানোর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপত্তি উত্থাপন করা হয় এবং সরকারের কাছে পরীক্ষার নির্ভুলতার বিরুদ্ধে প্রমানাদি উপস্থাপন করা হয়।

৪) যখন উপধারা (৩) মতে সরকারের কাছে প্রমানাদি হাজির করা হয় তখন পুনরায় তদন্তের জন্য বিবেচনা করা যাইতে পারে,সেক্ষেত্রে বালাইনাশক ল্যাবরেটরীতে একই নমুনার দ্বিতীয় (২য়) অংশ বিশ্লেষন করা হইবে ।

৫) সরকার কর্তৃক বালাইনাশক ল্যাবরেটরীতে প্রেরিত নমুনার বিশ্লেষনকৃত ফলাফল ল্যাবরেটরীতে বিশ্লেষনের সার্টিফিকেট আকারে সংরক্ষণ করিবেন এবং প্রাপ্ত ফলাফল সার্টিফিকেটটিসরকারের কাছে প্রেরন করিবেন ।

৬) বালাইনাশক ল্যাবরেটরী কর্তৃক বিনির্দেশকৃত এবং প্রস্তুতকৃত বিশ্লেষণ সনদ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে ।

২০) পরীক্ষা এবং বিশ্লেষনের ফলাফল এর প্রকাশনা ।

বালাইনাশক ল্যাবরেটরী অথবা সরকারী এনালিস্ট কর্তৃক ধারা ১৯ এর অধীন বিবেচনাকৃত পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণের ফলাফল এবং সর্ম্পকযুক্ত অন্যান্য তথ্য যদি থাকে এবং প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয় তবে সরকার যেভাবে উপযুক্ত বিবেচিত হয় সে ভাবে ফলাফল প্রকাশ করিতে পারিবেন।

২১) ক্রয়কারী কর্তৃক বালাইনাশক বিশ্লেষন বা পরীক্ষা-

(১) কোন ব্যক্তি যিনি বালাইনাশক ক্রয় করিয়াছেন তিনি পরীক্ষা বা বিশ্লেষনের জন্য সরকারী এনালিস্টের কাছে আবেদন করিতে পারিবেন ।

(২) উপধারা -১ অনুসারে দাখিলকৃত আবেদন বিনির্দেশিত ফরম ও পদ্ধতি এবং ফি সহ হইতে হইবে ।

(৩) উপধারা -২ এর বিধানমতে, নির্ধারিত ফি এবং ফরম ও পদ্ধতিতে দাখিলকৃত আবেদন প্রাপ্তির পর সরকারী এনালিস্ট নমুনাটি পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করিবেন এবং তাহার স্বাক্ষরিত পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের প্রতিবেদন আবেদনকারী বরাবর প্রদান করিবেন ।

২২) অপরাধ এবং শাস্তি

কোন ব্যক্তি যদি-

(ক) রেজিস্টার্ড ব্রান্ডের কোন বালাইনাশক বিক্রয় , বিক্রয়ের জন্য উন্মুক্ত, বিক্রয়ের জন্য মজুদ করে অথবা বিজ্ঞাপন প্রদান করে যাহা ট্যা লেবেল অথবা প্যাকেজে চিহ্নিত ব্রান্ডের প্রকৃতি , উপাদান অথবা গুনাগুনযুক্ত নয় ।

(খ) বিজ্ঞাপনে বালাইনাশককে মিথ্যাভাবে উপস্থাপন করে অথবা

(গ) এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অপরাধটি শাস্তিযোগ্যহইবে-

প্রথমবার অপরাধের জন্য অন্যূন"পঞ্চাশ হাজার"টাকা জরিমানা হইতে পারে এবং পরবর্তীকালে প্রতিবার অপরাধের জন্য সর্বনিম্ন"পচাঁত্তর টাকা থেকে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং অনাদায়ে দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড হইতে পারে।

২৩)ডিলারকে উৎপাদনকারীর নিশ্চয়তাদান –

ডিলার বা ক্রেতাকে যদি এই আইনের বিধান অনুযায়ী প্রস্তুত বালাইনাশকের ব্যাপারে মিথ্যা নিশ্চয়তাদান করিয়া থাকে তাহা হইলে "পঞ্চাশ হাজার" টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারে , যদি না সে প্রমান করিতে পারে যে, নিশ্চয়তাদানের সময় বিষয়টি সত্য ছিল বিশ্বাস করার মত যথেষ্ট কারন আছে ।

২৪) অননুমোদিত রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার , বালাইনাশকের গুনগত মানহ্রাস অথবা পরিদর্শকের কাজে বাধাদান

কোন ব্যক্তি যে-

(ক) এই আইনের অধীন প্রদানকৃত কোন রেজিস্ট্রেশন নম্বর অননুমোদিত ব্যবহার করে অথবা–

(খ) ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কোন বস্তু মিশাইয়া বালাইনাশকের উপাদানের পরিবর্তন করে যাহা উৎপাদনকারী আমদানীকারক অথবা বিক্রেতা কর্তৃক বাজারে আনা হয় । অথবা–

(গ) আইনের অধীনে যদি কোন পরিদর্শককে তার কাজে অসহযোগিতা, ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান, প্রতিরোধ অথবা অন্য যেকোনভাবে বিরোধীতা করেতাহা হইলে শাস্তি হিসাবে সর্বনিম্ন পঁচাত্তর হাজার টাকা সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা সর্বনিম্ন এক বৎসর থেকে অনধিক দুই বৎসরের কারাদন্ড হইতে পারে । অথবা-

(ঘ) রেজিস্ট্রেশনের সময় মিথ্যা তথ্য প্রদান করিলে (পূর্বে বা পরে) পুনরায় রেজিস্ট্রেশনের কোনরুপ সুযোগ পাইবে না ।

(২৫) প্রবেশ এবং জব্দকরন

১).যদি পরিদর্শকের বিশ্বাস করার মত যথেষ্ট কারণ থাকে যে আইনের অধীন অথবা আইনের দ্বারা প্রণীত বিধি দ্বারা নির্দিষ্টকৃত শাস্তিযোগ্য অপরাধ যে কোন সময়ে যে কোন স্থানে হইতেছে বা হইতে যাইতেছে তাহা হইলে সেখানে প্রবেশ করিয়া তল্লাশী করিতে পারিবেন এবং যে কোন বালাইনাশক, দ্রব্যাদি অথবা অপরাধ সর্ম্পকিত যেকোন বস্তু জব্দ করিতে পারিবেন।

(২).উপ-অনুচ্ছেদ (১) অনুসারে কোন বালাইনাশক, প্রবন্ধ বা দ্রব্যাদি জব্দ করা হইলে এবিষয়ে আইন বা বিধিমালার লঙ্ঘনকারী অভিযুক্তের ব্যাপারে আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিস্পত্তি করিতে হইবে ।

২৬) আদালত কর্তৃক অধিকার হরণের ক্ষমতা -যদি কোন ব্যক্তি বালাইনাশক , প্রবন্ধ বা দ্রব্যাদি অথবা অন্য যেকোন বস্তু যাহা বালাইনাশকের সাথে সর্ম্পকযুক্ত অধ্যাদেশের অধীনে কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধ করার কারণে দন্ডিত হন তাহা হইলে আদালত বালাইনাশক , প্রবন্ধ বা দ্রব্যাদি, সরকারের অধীনে ন্যাস্ত করারনির্দেশ দিতে পারেন ।

২৭) অপরাধের আমলযোগ্যতা,ইত্যাদি.

১) প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নিম্নের কোন আদালত এ আইনের অধীন কোন শাস্তি যোগ্য অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন না ।

১৯৯৮ সালের V নং আইন

২) ফৌজদারী কার্যবিধিমালা , ১৮৯৮ এর ধারা ৩২ এ যাহাই থাকুক না কেন, এ আইনে প্রদত্ব কর্তৃত্ব দ্বারা আইনের আলোকে যেকোন শাস্তি প্রদান আইনগতভাবে বৈধ হইবে, এমনকি উল্লেখিত ৩২ নং ধারার ক্ষমতাকে যদি অতিক্রম করিয়াও থাকে ।

২৮) সংক্ষিপ্তভাবে অপরাধের বিচারের ক্ষমতা-

প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট অথবা ম্যাজিস্ট্রেটদের বেঞ্চ যাহাকে ঐ সময়ের জন্য প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তিনি বাদী পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে আইনের ধারা ২২ এর যেকোন শাস্তিযোগ্য অপরাধের ফৌজদারী কার্যবিধিমালা , ১৮৯৮ এর ধারা ২৬০ এর উপধারা -১ এর বিধানমতে কার্যবিধিমালার ধারা ২৬২ হইতে ধারা ২৬৫ মতে বিচার করিতে পারিবেন ।

২৯) দায়মুক্তি

এই আইন বা বিধির অধীন কোন ব্যক্তি সরল বিশ্বাসে যেকোন কাজ সম্পন্ন করিলে বা কাজ করার ইচ্ছা পোষন করিলে তাহার বিরুদ্ধে আদালতে কোন মামলা অথবা আইনগত কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা যাইবে না ।

৩০) বিধি প্রনয়নের ক্ষমতা

(১) সরকার বালাইনাশক কারিগরী উপদেষ্টা কমিটির সহিত আলোচনাক্রমে এবং অফিসিয়াল গেজেটে প্রকাশনার পর এই আইনের ধারাসমূহ কার্যকর করিবার নিমিত্তে বিধি প্রনয়ন করিতে পারিবে ।

২) নির্দিষ্টক্ষেত্রে এবং পূর্ববর্তী সাধারন বিধির দাবি বা অধিকারকে ক্ষুন্ন না করিয়া নিম্নের সকল বা যেকোন বিষয়ে বিধি প্রনয়ন করা যাইবে, যেমন-

ক) পোকা-মাকড় , ছত্রাক অথবা অন্য উদ্ভিদ বা প্রানী বালাই এর সকল নামকরণ পদ্ধতি ।

(খ) বালাইনাশকের নিবন্ধন ও নিবন্ধন নবায়নের আবেদন ফরম এবং আবেদনে প্রদেয় তথ্যাদি এবং আবেদন ফি ।

(গ) বালাইনাশক ব্রান্ডের নিবন্ধন সনদ ও নিবন্ধন সনদের নবায়ন পদ্ধতি ও ফরম ।

(ঘ) বালাইনাশকের প্যাকেট বা বোতলে এবং প্যাকেজে সংযুক্ত ট্যাগ বা লেবেলের ভাষা , ধরণ এবং প্রিন্টিং এর স্থান ।

(ঘঘ) লাইসেন্স অথবা লাইসেন্স নবায়নের ফরম , আবেদনের সাথে প্রদেয় ফি ও তথ্য এবং লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিলের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের জন্য প্রদানকৃত ফি ।

(ঙ) বালাইনাশক ল্যাবরেটরীর কার্যক্রম এবং এই কার্য সম্পাদনে অনুসরণীয় পদ্ধতি সমূহ-

i) বালাইনাশক ল্যাবরেটরীতে জমাদানকৃত বালাইনাশক ফর্মূলার গোপনীয়তার সুরক্ষা প্রদান ।

ii) পরীক্ষা বা বিশ্লেষনের জন্য বালাইনাশক নমুনা সংগ্রহ এবং

iii) পরীক্ষা বা বিশ্লেষনের ফলাফল প্রদানের জন্য ফরম

(চ) সরকারী বিশ্লেষক কর্তৃক বিশ্লেষণের অনুসরনীয় পদ্ধতি , ক্রেতার নিকট পাইকারী কিংবা খুচরা বিক্রির সময় প্যাকেট বা বোতলের লেবেলে উল্লেখিত তথ্যাদির এবং বাল্ক বিক্রির সময়ে ক্রেতাকে সরবরাহকৃত তথ্যাদির সাথে সরকারী এনালিস্টের প্রাপ্ত ফলাফলের অনুমোদিত ভিন্নতার সীমা নির্ধারণ ।

(ছ) সরকারী এনালিস্টের যোগ্যতা এবং দায়িত্ব ।

(জ) পরিদর্শক কর্তৃক যাহার দখল থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহাকে সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার ফর্ম , নমুনা সংগ্রহ করার সময় ব্যবহৃত উপাদান এবং পরিক্ষা বা বিশ্লেষনের সময় নমুনা সংগ্রহের পরিমান ও ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার পদ্ধতি এবং সরকারী এনালিস্ট ও সরকারের কাছে নমুনা প্রেরনের পদ্ধতি ।

(ঝ) বালাইনাশক ক্রেতা কর্তৃক বালাইনাশক পরিক্ষা বা বিশ্লেষনের জন্য সরকারী বিশ্লেষকের কাছে আবেদনের ফর্ম, ক্রেতা কর্তৃক পরিক্ষা বা বিশ্লেষনের জন্য সরকারী এনালিস্টের নিকট বালাইনাশক প্রেরনের পদ্ধতি ; এই ধরনের আবেদনে সরবরাহকৃত তথ্য সমূহ এবং আবেদনের সাথে প্রদেয় ফি ।

(ঞ) বালাইনাশক যাহার নির্দেশনা অনুসারে ব্যবহার করার পরেও সাধারনত উদ্ভিদ , গৃহপালিত প্রানী অথবা জনস্বাস্থ্যের জন্য অনিষ্টকর বা ক্ষতিকারক এমন বিষয় সমুহ।

(ট) সমস্ত বালাইনাশকের লেবেলে "বিষ" কথাটির ও উক্ত বিষের প্রতিষেধকের উল্লেখ সংক্রান্ত।
(ঠ) বালাইনাশকের নিরাপদ গুদামজাত করার প্রয়োজনীয় দিকসমূহ ।
(ড) কোন ব্যক্তি কোন্ সময়ে কোন্ জায়গায় কি অবস্থায় কি পরিমান বিভিন্ন ব্রান্ডের বালাইনাশক গুদামজাত করিতে পারিবে ।
(ঢ) বালাইনাশক নিয়ে কর্মরত শ্রমিকদের বিষক্রিয়ার ঝুঁকি থেকে নিরাপত্তায় আগাম সর্তকীকরণ ।
(i) এই ধরনের বালাইনাশকের ব্যবহার সর্ম্পকিত অবস্থা ,
(ii) যে জমিতে এই বালাইনাশক ব্যবহার করা হইয়াছে বা ব্যবহার করা হইবে ।
(ত) বালাইনাশক ব্যবহারের অবস্থা , উদ্দেশ্য এবং যন্ত্রপাতি ও প্রয়োগের শর্ত বা সীমাবদ্ধতা ।
(থ) বালাইনাশকের ব্যবহার নির্দিষ্টকরণ, সাধারন প্রতিরোধ বা সীমিতকরনের শর্ত বা সীমাবদ্ধতাসমূহ ।
(দ) বালাইনাশকের দূষণ থেকে ব্যক্তি , পোষাক , যন্ত্রপাতির অথবা সংক্রমনের উৎস থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় ধৌতকরণ এবং পরিষ্কার করার সুবিধাদিসহ অন্যান্য যেসব বস্তুর প্রয়োজন সেই সব বস্তুর ভালো অবস্থায় সহজ প্রাপ্যতার এবং রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা নিশ্চিত করার বিধান ।
(ধ) বালাইনাশকের বিধিবদ্ধ ব্যবহারের সময় বিষক্রিয়া এবং বালাইনাশক ব্যবহারকালীণ সময়ে খাওয়া ,পান করা এবং ধুমপানের ,সাথে সংশ্লিস্ট বিষক্রিয়ার ঝুঁকির বিরূদ্ধে সতর্ক পর্যবেক্ষন।
(প) বালাইনাশকের বিষাক্ততার ঝুঁকিতে উন্মুক্তকরণের বিরতিদান বা সীমাবদ্ধতা ।
(ফ) যেসব ব্যক্তির বালাইনাশকের বিষক্রিয়ার ঝুঁকি এবং বালাইনাশক থেকে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে সেসব ব্যক্তির স্বাস্থ্য , বয়স অথবা অন্যান্য অবস্থার বিশেষ সর্তক পর্যবেক্ষণ এবং এসব অবস্থা বিবেচনা করে শ্রমিকদের জন্য বিধিনিষেধ ও সীমাবদ্ধতার সিদ্ধান্ত।
(ব) যে সব ক্ষেত্রে বালাইনাশকের বিষক্রিয়া ঘটেছে তা অনুসন্ধান এবং নির্ধারণের পদ্ধতি সমূহ ।
(ভ) বালাইনাশকের বিষক্রিয়া থেকে সুরক্ষার কার্যকরী সুবিধা এবং প্রাথমিক চিকিৎসার বিধান ।
(ম) বালাইনাশকের বিষক্রিয়া থেকে রক্ষার সর্তকতার পর্যবেক্ষণ এবং বিধির বিধানকল্পে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ব্যবহারের নির্দেশনা এবং প্রশিক্ষণের বিধান ।

৩১) হেফাজত সংক্রান্ত বিশেষ বিধানঃ

বালাইনাশক অধ্যাদেশ ১৯৭১, সংষোধিত বালাইনাশক অধ্যাদেশ ২০০৭ এবং সংষোধিত বালাইনাশক আইন ২০০৯ এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীনে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে।